তারিখ 13 OCT 1991
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

35

মেহেরপুর মহিলা কলেজ

অধ্যক্ষ ও প্রভাষকদের মধ্যে বিরোধ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই

মেহেরপুর, ১২ই অক্টোবর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– অধ্যক্ষ ও প্রভাষকদের মধ্যে বিরোধ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, কারণ দর্শাও নোটিশ, ইনজাংশন জারি, কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে দলাদলি প্রভৃতি কারণে মেহেরপুর মহিলা কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। অধ্যক্ষ বলেন, তার চেয়ারটি দখলের জন্যেই প্রভাষকরা 'ষড়যন্ত্র' করছেন। অপরদিকে প্রভাষকরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারী কাজকর্মের অভিযোগ এনেছেন। ছাত্রীরাও কলেজের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ও অধ্যক্ষের অপসারণের দাবীতে মিছিলে নেমেছিল।

এর আগে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে সরকারী- বেসরকারী কয়েক দফা তদন্ত হয়। মেহেরপুরের এডিসি (সাধারণ) দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত তদন্তে অধ্যক্ষের আর্থিক অনিয়মের 'সামান্য' ত্রুটি বিচ্যুতির অভিযোগ আনা হয়। অবশেষে প্রশাসন, অধ্যক্ষ, প্রভাষক, কলেজ পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার বৈঠকে এক আপোষ-মীমাংশায় পৌছানো হয়।

বিদ্রোহী ৭ জন

কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় নেতৃত্ব দানকারী ৭ জন শিক্ষকের বেনিফিটের টাকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এক আদেশবলে। জেলা প্রশাসকের সাধারণ শাখা থেকে স্মারক নং ৯১-৪২১ তাং ২৯-৮-৯১ তে কলেজ অধ্যক্ষের বরাবর লিখিত চিঠিতে জুন '৯১ এর টাকার মধ্য থেকে ৭ জন শিক্ষকের মধ্যে বন্টন না করে তা কলেজ তহবিলে জমা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এই ৭ জন শিক্ষক হলেন আসাদুল হক (অর্থনীতি), আবুল কাশেম (ব্যবস্থাপনা), আবদুল মজিদ (বাংলা), নুরুল আহমদ (ব্যবস্থাপনা), হাসানুজ্জামান (পদার্থ বিদ্যা), আফতাব উদ্দীন (পদার্থবিদ্যা) ও ঈমান আলী (ইংরেজী)। শিক্ষকরা অধ্যক্ষের কাছে বেতন বন্ধের কারণ জানতে চাইলে অধ্যক্ষ এক চিঠিতে জেলা প্রশাসনের সাধারণ শাখা থেকে প্রেরিত উক্ত চিঠির দোহাই দিয়েছেন। মীমাংসা বৈঠকে অতীতের সব কিছুকেই 'ফরগিভ এণ্ড ফরগেট' করার পরও বেতন বন্ধ করার চিঠির বিষয় নিয়ে কথা উঠেছে।

জেলা প্রশাসকের বক্তব্য

কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক বলেন, কলেজের বিষয়ে প্রশাসনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মহিলা কলেজ নিয়ে জেলা প্রশাসনের 'রহস্যজনক' ভূমিকার অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি কলেজটি নিয়ে বিভিন্ন মহলের ভূমিকার নিন্দা করেন। তবে তিনি বলেন, পদ্ধতিগত কারণে শিক্ষকদের বেতনের টাকা নিতে হলে সভাপতি বরাবর দরখাস্ত করার দরকার আছে। তিনি আরও জানান, ইনজাংশন জারি থাকায় কলেজের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় কোন্ নিয়মে চলবে তা নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এতে আর যাই হোক বিদ্রোহী ৭ জন শিক্ষকের বন্ধ করে রাখা বেতনের টাকা দেয়ার বিষয়টি আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়লো।